তুবড়ি

BANGLADARSHAN.COM

রুবি মুখোপাধ্যায়

॥নিবেদন॥

এই বইয়ে মুদ্রিত কবিতাগুলি পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের কথা মনে রেখে লেখা। বেশ কয়েক বছর ধরে শিশুদের খুব কাছে আসবার সুযোগ পেয়ে কী ধরনের লেখা তারা ভালোবাসে ও গ্রহণ করতে সমর্থ তা জেনেছি। এই বইয়ের কবিতা ছেলেমেয়েরা খুব আনন্দের সঙ্গে আবৃত্তি করে থাকে। কিছু কিছু কবিতাকে অবলম্বন করে মূকাভিনয় করানো হয়েছে। কিছু কবিতায় সুরারোপ করা হয়েছে এবং ছেলেমেয়েরা খুব সহজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলো আয়ত্ত করেছে। তাদের এই আগ্রহ ও সাফল্য লেখাগুলোকে বই আকারে প্রকাশে আমায় প্রেরণা জুগিয়েছে।

নির্মল আনন্দ দেওয়া ছাড়াও কিছু সামাজিক তথা মানবিক গুণের বিকাশে লেখাগুলো সহায়ক হবে বলে আশা রাখি। কিছু কিছু কবিতার মধ্য দিয়ে সংখ্যা, যোগ, বিয়োগ ইত্যাদির প্রাথমিক ধারণা দেওয়া সম্ভব। এই লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা নিজেদের দেশকে ভালোবাসতে শিখুক, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মিলেমিশে বাঁচার মন্ত্রে দিক্ষিত হোক—এই কামনা করি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারা বইটি সমাদৃত হলে খুশি হব। আর যাদের জন্য বইটি উৎসর্গিত, তারা কবিতাগুলো আবৃত্তি করলে আমার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রদ্ধেয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বইটির ভূমিকা লিখে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রদ্ধেয়া প্রয়াতা নলিনী দাশ লেখাগুলো পড়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে গেছেন। তাঁকে আজও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

বইটির প্রকাশনায় যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই ভ্রাতৃপ্রতিম কৌশিক বলকে, যার উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এটি নব কলেবরে প্রকাশিত হল।

রুবি মুখোপাধ্যায়

প্রণাম

জোড়াসাঁকোয় জন্ম তোমার তুমি রবি কবি
নানান রঙে আঁকলে তুমি হাজার রকম ছবি,
ছোট বড় সবার জন্য লিখলে কত গল্প
কত রকম মজার ছড়া সেও তো নয় অল্প।
তোমার গানে মন ভরে যায় সুরে দোলে প্রাণ
আর কে পারে লিখতে এমন মন ভরানো গান?
লিখলে তুমি মানুষজনের ভালোবাসার কথা
কত শত দুঃখী মনের গভীর গোপন ব্যথা,
রবি তুমি, তোমার আলোয় গোটা জগৎ আলো
তোমার আলোয় দাও ঘুচিয়ে মনের যত কালো।

BANGLADARSHAN.COM

তোমায় নিয়ে

পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে
মনটা যে গো কেমন করে,
শ্রাবণ শেষের বাইশ এলে
মনটা জুড়ে বৃষ্টি ঝরে।

খোয়াই কেন এমন শ্রীহীন
গাছপালাদের মলিন মুখ–
শান্তি কোথায় উধাও হল–
এসব ভেবে পাইনে সুখ।

অনেক খুঁজেও পাইনে দেখা
কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি
কোথায় যেন হারিয়ে গেল
মাটির তৈরি কলসি হাঁড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

আজও খুঁজি তাল গাছটি
সবার উঁচু মাথাটি যার,
মনে মনে আজও ঘুরি
এদেশ ওদেশ সমুদ্র পার।

হৃদয় জুড়ে তোমার খেলা
আজও দেখায় স্বপ্ন কত,
ছোট্ট শিশু হয়েই বাঁচি
বাঁচাও তুমি মায়ের মতো।

নালিশ

রবিদাদু, করছি তোমায় নালিশ,
যা ঘটছে তাই লিখছি
একটুও নেই পালিশ।

সকালবেলা চোখ মেলতেই
একটা দু'টো হাই তুলতেই
তেড়ে আসেন মা–
'শিগগিরি ওঠ, মুখ ধুয়ে নে,
দুধ খেয়ে নে, দুধ খেয়ে নে,
দেরি করিসনা।'

যদি বলি, 'দুধ খাব না
আজকে একটু চা দাও না',
রেগে ওঠেন মা,
'এতবড় সাহস তোমার?
কক্ষণোনা না, না।'

বিশাল বোঝা পিঠে নিয়ে
গাড়ি ঘোড়ার ভিড় ঠেঙিয়ে
ইস্কুলে রোজ যাই,
পড়াশোনার ভীষণ চাপে
হাবুডুবু খাই।

বিকেলবেলার খেলাধুলো
ওসব পাঠ তো উঠেই গেল
কেন এমন হল?
খেলাধুলোর সময়টুকু
কেন কেড়ে নিল?

সন্ধে হলেই, 'পড়, পড়,
পরের দিনের লেখা কর,

BANGLADARSHAN.COM

খাতা কলম কই?’
ঘুমে যদি ঢুলেও পড়
তবু রেহাই নেই।

মাঝে মাঝে মনটা ভাবে
বাঁধন কেটে উড়েই যাবে
কিন্তু পারে কই?
এমন বাঁধন ছিঁড়বে
অমন সাধ্য মনের নেই।

তাই তো বলি রবি কবি
আর থেকো না হয়ে ছবি
একবারটি এসো,
ঘুচিয়ে দুঃখ ছোট্ট মনের
একটু ভালোবেসো।

BANGLADARSHAN.COM

মন ছোটে

পুতুলের মতো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়
ভারী ভারী ব্যাগ পিঠে হায়...
আঁটোসাঁটো পোশাক পরে
ট্রামে বাসে গাদাগাদি ভিড়ে–
কখন কে জানে জলের বোতল কোথায় ছিটকে যায়?
বিনা দোষে মায়ের বকুনি খায়
ফোলা ঠোঁট আরও ফুলে যায়–
কতদূর স্কুল কতদূর...কতদূর...কতদূর?
উদাস উদাস চোখগুলো মেলে ধরে নীলাকাশে
আন্টির ধমকে চকিতে সেই চোখ নেমে আসে–
বইখাতা ভালো লাগে না
আন্টিরা কেন বোঝে না?
মন ছোটে দূর বহুদূর...বহুদূর...বহুদূর।

BANGLADARSHAN.COM

বাসনা

আমি যদি পাখি হতাম
সোজা বনে উড়ে যেতাম,
সেখানে খুব সুখে থাকতাম
এ ধরায় যতদিন বাঁচতাম।

প্রাণের ছোঁয়া

গাছ আমাদের প্রাণ,
সবাই মিলে বাঁচিয়ে রাখো
প্রকৃতির এই দান।

শীতল হাওয়া দিয়ে,
গাছই বাঁচায় সবার জীবন
কলুষ শুষে নিয়ে।

গাছ কাটছে যারা,
সবাই জেনো এই সমাজের
পরম শত্রু তারা।
একটি ছোট্ট চারা,
যত্ন করে বাঁচাও যদি
ধন্য হবে ধরা।

BANGLADARSHAN.COM

প্রাণ বাঁচাও

ভীষণ তাপে জ্বলছে আকাশ পুড়ছে মাটি মানুষজন
গাছের ছায়া মায়ের মতো করছে শীতল শরীর মন,
সেই গাছকে কাঠছে যারা বনগুলোকে করছে সাফ
করছে ক্ষতি এই পৃথিবীর করব না কেউ তাদের মাপ।

BANGLADARSHAN.COM

গাছ বন্ধু

এসো গাছ লাগাই
গাছের মতো আপনজন
আর কে আছে ভাই?

গাছ দেয় ফুল ফল
তাই তো তোমায় গাছের গোড়ায়
ঢালতে হবে জল।

গাছের পাতায় ওষুধ হয়
গাছের শিকড় রোগ সারায়
গাছকে যদি যত্ন করো
তবেই তো সে আপন হয়।

ভালোবাসা

পাঁচটি টবে লাগিয়েছিলাম পাঁচটি ফুলের চারা
রোজ সকালে তাদের গোড়ায় দিতাম জলের ধারা।
খুঁচিয়ে দিতাম টবের মাটি ছড়িয়ে দিতাম সার
তাই তো দেখো গাছগুলোতে এল কেমন বাড়।
আর কিছুদিন পরে গাছে কুঁড়ি দেখা দেবে
কুঁড়ি ফুটে ফুল বেরোলেই ভারি মজা হবে,
নানান রঙের প্রজাপতি উড়বে দলে দলে
ভোমরাগুলো মধু খেতে বসবে এসে ফুলে।

BANGLADARSHAN.COM

এসো শহর সাজাই

আমাদের শহরকে আমরাই সাজাব
শহরের কোণে কোণে নানা গাছ লাগাব,
গাছগুলো বড় হবে ফুল ফলে ভরবে
হাওয়া দিলে ডালগুলো সর সর দুলবে,
শ্বাস নেব প্রাণভরে বেশিদিন বাঁচব
সবুজে সবুজ করে শহরকে সাজাব,
কেউ আর বলবে না এ শহর কুৎসিত
চারিদিকে শোনা যাবে সবুজের সঙ্গীত

বৃষ্টি বৃষ্টি

বৃষ্টি পড় বৃষ্টি পড়
আমগুলোকে মিষ্টি কর,
লিচুগুলো টক কেন?
বৃষ্টি নেই আর কেন।

ঝাল পুকুরে জল কমে
কেন কমে কে জানে,
তাও জান না, হায়রে হায়
রোদের তাপে শুকিয়ে যায়।

বৃষ্টি আসে বৃষ্টি আসে
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হাসে,
ঝালপুকুরে জল বাড়ে
মিষ্টি জলে হাস চরে।

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টি দেখে মন কাঁদে
কেন কাঁদে কে জানে,
তাও জান না, হায়রে হায়
মনেও বৃষ্টি ছড়িয়ে যায়।

ঋতুর মেলা

গ্রীষ্মকালে বড্ড গরম
ঘাম ঝরে তাই বেজায় রকম,
তেষ্টায় বুঝি প্রাণটা যায়
দিনরাত্তির হাঁপ ধরায়।

বর্ষাকালে মেঘ গুড় গুড়
বৃষ্টি পড়ে ঝুপুর ঝুপুর,
রাস্তাঘাটে জল থৈ থৈ
বাচ্চাগুলোর খুব হৈ চৈ।

শরতের ঐ নীল আকাশে
মেঘের খেলা চলে,
কাশের বনও দুলে দুলে
খুশির কথা বলে,

BANGLADARSHAN.COM

পুজোর বাদ্যি বেজে ওঠে
টাক্ ডুমাডুম ডুম,
চারিদিকে খুশির হাওয়া
আনন্দেরই ধুম।

হেমন্তের ঐ সোনা রোদ্দুর
পাকা ধানের মাঠে,
যেন কত লক্ষ মানিক
ঝিলিক দিয়ে ওঠে,

সাঁঝের বেলা কুয়াশাতে
আঁধার চারিধার
টুপুর টুপুর হিমের ফোঁটা
ঝরে অনিবার।

শীতের হাওয়া যেই না বয়
পাতাগুলোর আর না সয়,

ঝুর ঝুর ঝুর ঝরে পড়ে
ডালপালা সব শূন্য করে।

সবার শেষে আসে যে গো
ঋতুরাজ বসন্ত
গাছে গাছে সবুজ পাতার
নেইকো বুঝি অন্ত,
হাওয়ায় হাওয়ায় বেজে ওঠে
বিদায়েরই সুর
বর্ষশেষের খবর সে যে
পাঠায় বহুদূর।

BANGLADARSHAN.COM

শরৎ এল

শরৎ এল শরৎ এল
ঢাকের বাদ্যি শোনা গেল,
বাদ্যি বলে জয় জয় বলো
দুর্গা মাতা ঘরে এল।

বীণা হাতে সরস্বতী
আসেন মায়ের বামে,
পদ্মাসনে লক্ষ্মী ঠাকুর
আসেন তাই ডানে।

গণেশ দাদা শুঁড় দুলিয়ে
আসছেন ঐ হেলে দুলে,
বাহন যে তার ইঁদুর ভায়া
চলছে সেও দুলকি চালে।

BANGLADARSHAN.COM

ঘোমটা মাথায় কলা বউ
মুখ দেখেনি তার তো কেউ,
দেখতে কেমন বলবে কে?
গণেশ দাদা, আবার কে?

নীল ময়ূরের পিঠে চড়ে
কার্তিক ভাই আসেন উড়ে,
রূপ দেখে তার চোখ জুড়ায়
বাহনটিও মন ভরায়।

দশটি হাতে অস্ত্র মার
সিংহ রাজা বাহন তার
মহিষাসুর করেন বধ
পুরলো সবার মনোরথ।

এবার মায়ের পুজো হবে
সবাই পুজোর প্রসাদ পাবে

নতুন জামাকাপড় পরে
দুর্গা মাতা দেখতে যাবে।

চারটি দিন যেই ফুরোলো
দুর্গা মাতা বিদায় নিল,
ঢাকের বাদ্যি থেমে গেল
সবাই আবার জয় জয় বলো।

BANGLADARSHAN.COM

প্রজাপতি

প্রজাপতি ওড় ওড় উড়ে যা
উড়ে উড়ে ফুলে ফুলে মধু খা,
তোর ঐ রূপ দেখে
স্বপ্ন এঁকেছি চোখে
মন তাই গেয়ে ওঠে সা রে গা।
তোর মতো ডানা যদি থাকত
কি সুখেই দিনগুলো কাটত,
লেখাপড়া কিছু নেই
বকাঝকা তাও নেই
খুশির জোয়ারে মন ভাসত।

BANGLADARSHAN.COM

জাপানি যন্ত্র

জাপান থেকে যন্ত্র এল বলবে কথা ম্যাও
যন্ত্র দেখে ছানা অবাক বন্ধ হল ট্যাঁও,
মা ম্যাও তো খুশির চোটে জুড়েই দিল গান
হুলো বাবাও হেঁড়ে গলায় ধরল বিকট তান।
একটু পরেই বাবা মায়ের বাধল ভীষণ গোল
ছানা ভাবে এ কি হ'ল! হরিবোল, হরিবোল।
যন্ত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি তুমুল চ্যাঁচামেচি
হাতাহাতি মারামারি ভীষণ খ্যাঁচাখেঁচি,
ছানা তখন চুপি চুপি যন্ত্র তুলে নিল
এক আছাড়ে ভাঙলো তাকে আপদ বিদেয় হল।

মজাদার আসর

ছয়টি বিড়াল ছানা
রান্নাঘরে আসর জমায় তেরে-কেটে-ধিনা।
একটি বাজায় কাঁসার বাটি একটি বাজায় থালা,
আর দু'টিতে কষে বাজায় মস্ত মাটির জালা।
ওদিকেতে আর একটি গলার ঘণ্টি নেড়ে,
মিউ মিউ মিউ আওয়াজ তুলে গান ধরেছে বেড়ে।
সবার চেয়ে ছোট্ট যেটি নাচছে দুলে দুলে,
কান দু'টিকে সোজা রেখে ঠ্যাং দু'টিকে তুলে।
নাচের ঝোঁকে যেই না ছানা ঘুরপাকটি খে'ল,
পা মচকে ধপাস করে মেঝেয় পড়ে গেল।
হায়রে এ কি হ'ল!
দুই ঠ্যাংয়েতে নাচতে গিয়ে আসর ভেস্তে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

যোগ-বিয়োগ

একটি গাছের ডালে
চারটি সবুজ টিয়া পাখি
ল্যাজ ঝুলিয়ে দোলে।
আরও দুটি এল–
ছ'টি মিলে মনের সুখে
গল্প জুড়ে দিল।
সন্ধেবেলায় সেই দু'টিতে
উড়ে চলে গেল,
সেই শোকেতে চারটি মিলে
কান্না জুড়ে দিল।
কান্না শুনে ছুটে এল
সবুজ টিয়া মা,
আদর করে চুমু খেয়ে
কোলে নিলে ছা।
বললে হেসে মা,
কালকে আবার আসবে তারা
কাঁদিস না রে ছা।

কান্না থেমে গেল
মুচকি হেসে ছানাগুলো
চোখ বুজিয়ে দিল।

BANGLADARSHAN.COM

মিলন

চার ভাইয়ের ঝগড়া করে হল গৃহছাড়া
চার বোনেতে সেই দুঃখে কেঁদে হল সারা,
বড়টি যেই পূবমুখো ধায় মেজটি যায় পশ্চিম
সেজটি যেই উত্তরে যায় ছোটটি যায় দক্ষিণ।
মাথা গরম পেটে খিদে বুকে অভিমান
চার বাবাজি চলছে যেন দ্রুতগামী যান,
বেলা বাড়ে খিদে চড়ে মুখ শুকিয়ে কাঠ
বলব কি ভাই, চারজনেরই পকেট গড়ের মাঠ।
পেটের মধ্যে ছুঁচোর দল যতই মারে ডন
চাগিয়ে ওঠা ক্রোধ রিপুটি ততই শান্ত হন,
চারজনেতেই বুঝল শেষে অনেক পেয়ে দুখখু
ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করে, যারা মুখখু।
সন্ধেবেলায় ক্লান্ত দেহ অবশ হয়ে এল
গুটিগুটি চার ভাইয়েতে গৃহমুখী হল,
দোরগোড়াতেই মিলন হল চারটি বোনের সাথে
আট ভাইবোন মিলে তখন আনন্দেতে মাতে।

BANGLADARSHAN.COM

বিচ্ছেদ

ছয়খানি কালো ডিঙি জলে যেই ভাসল
ঘন কালো মেঘ এসে আকাশটা ঢাকল,
ছয়জন মাঝিভাই দুরু দুরু বক্ষে
দাঁড় টানে আর ভাবে নেই বুঝি রক্ষে,
বড় বড় ঢেউ এসে জোরে মারে ধাক্কা
তিন নাও ডুবে তিন মাঝি পায় অক্কা।
বাকি তিন মাঝি ভাই বুকে বল আনল
প্রাণপণে দুই হাতে হাল চেপে ধরল,
চারিদিকে কালো জল নেচে নেচে ছুটছে
আকাশেও রাগী মেঘ হুঙ্কার দিচ্ছে,
ঢেউগুলো একজোটে পথ রাখে আগলে
মাঝিরাও দাঁড় টানে সব দিক সামলে,
কিছু পরে ঐ দূরে গাঁ চোখে ভাসল
তাই দেখে তিন মাঝি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

BANGLADARSHAN.COM

পিকনিক

পিকনিক পিকনিক বড় মজা ভাই
সবে মিলে একসাথে পাত পেড়ে খাই,
গোটা গোটা ডিম দেখে জিভে জল আসে
প্রাণমন চনমন চালের সুবাসে।

ঐ দেখো, ফুলকপি ব্যাসনেতে মেখে
ছ্যাঁক ছ্যাঁক ভেজে নেয় তেলে ছেড়ে রেখে,
মুগ ডালে রুই মাথা স্বাদ কম নয়
মাছের কালিয়া যেন হেসে কথা কয়।

চেখে চেখে চাটনিটা আরামেতে খাই
কুড়মুড় কুড়মুড় পাঁপড় চিবাই,
এরপর চাকা চাকা দই পাতে পড়ে
সকলেই চেটেপুটে পাতা সাফ করে।

BANGLADARSHAN.COM

ওরে বাবা, আরও আছে মণ্ডা মেঠাই
সন্দেশ পানতোয়া যার যত চাই,
সবশেষে এক খিলি মিঠে পান মুখে
ভরপেটে হেলে দুলে বাড়ি যাই সুখে।

সবাই এসো

আমাদের ক্লাবে পিকনিক হবে বার-ই ফেব্রুয়ারি
যার খুশি সেই যোগ দিতে পার ফেললেই কিছু কড়ি।
বাজার আগুন, তাইতেই চাঁদা বাড়াতে হয়েছে কিছু
টাকার অঙ্ক শুনে নিশ্চয়ই হটবেনা কেউ পিছু?
পঞ্চাশ বেড়ে একশো হয়েছে খুব বেশি হল কি?
এটুকু না হলে বলবার মতো মেনু করা যাবে কি?
গোবিন্দভোগ চালের খিচুড়ি ফুলকপি আছে তাতে
বিন, আলু আর মটরশুঁটির দেখা পাওয়া যাবে পাতে,
ঘোষ ডেয়ারির বড় এক শিশি ঘিও ঢালা হবে এতে
ডিমভাজা দিয়ে নেহাৎ খারাপ লাগবে না সেটা খেতে।
এক পিস করে গরম গরম মাছভাজা দেওয়া হবে
টমেটো খেজুর আমসত্ত্বের চাটনিও শেষে পাবে।
বাজেটে কুলোলে ছোট একখানি দরবেশও পেতে পার
পানজর্দাও দেওয়া হবে যদি অভ্যেস থাকে কারো।
মেনুখানা শুনে মনে ধরে যদি তাহলেই যোগ দিও
কিছুটা সময় একসাথে থেকে খুশি ভাগ করে নিও।

BANGLADARSHAN.COM

যেমন খুশি সাজো

ছোট্ট মেয়ে অনিন্দিতা সান্তাক্লজের বেশে
ঝুলি থেকে লজেন্স তুলে দিচ্ছে দেখো হেসে।
লামার সাজে অনির্বাণকে লাগছে যেন বৃদ্ধ
মাথার ওপর হাতটি তুলে আশিস দিতে সিদ্ধ।
কলাবতী নেচেই চলে নাগা মেয়ের সাজে
নাচের তালে মলগুলো তার ঝমঝমাঝম বাজে।
ছোট্ট ছোট্ট দু'টি হাতে বেচছে রূপম চানা
টক নুন আর ঝালে মিশে অপূর্ব সে খানা।
অপরাজিতা মেম সেজেছে সাদা পোশাক পরে
বলছে কথা ইংরাজিতে হাঁটছে গাউন ধরে।
বাঁ হাতেতে কানটি চেপে মিষ্টি গলা খুলে
আজান দিচ্ছে মহসিনা আকাশে মুখ তুলে।
তাপস আবার টিকি নেড়ে দিচ্ছে কেটে ফোঁটা
আওড়ে যাচ্ছে গীতা থেকে প্রথম শ্লোকটি গোটা।
নাকের ডগায় চশমা এঁটে হাঁক পাড়ছে মিতুন,
'ভাগ্য যদি ফেরাতে চান, আমার কাছে আসুন।'
ছোট্ট হলেও এদের কিন্তু কম ভেবোনা ভাই
এবার থেকে এদের সবাই সমঝে চলো তাই।

BANGLADARSHAN.COM

উপহার

যদি কোনো উপহার দিতে তুমি চাও
মেলা থেকে এক ঝাঁক পাখি এনে দাও।
শোনো বলি, গোটা দশ মুনিয়াকে কেনো
সেই সাথে ছোট এক ময়নাকে এনো,
লাল-বুক ছোট পাখি রবিনকে চেনো?
খুশি হলে দু'চারটি দেখে শুনে এনো,
মনে রেখো পাখিওয়ালা রবিনের নামে
রঙ করা চড়ুইকে বেচে চড়া দামে,
যদি কোনো নীল পাখি মনে ধরে যায়
সাথে করে নিয়ে এস ক্ষতি নেই তায়,
টিয়ে আর দোয়েলই বা বাদ যায় কেন?
ঝুঁটিবাঁধা কাকাতুয়া সাথে থাকে যেন,
পথে যদি রবিনেরা খাঁচাময় ওড়ে
মুনিয়ারা কিচমিচ করবেই জোরে,
কাকাতুয়া যদি খুব গল্পেতে মাতে
টিয়ে আর ময়নাও যোগ দেবে তাতে,
নীল পাখি মিঠে সুরে গান যদি ধরে
দোয়েলটা মাতাবেই নাচানাচি করে,
যদি তুমি পাখিগুলো দাও খুশি মনে
খাঁচাগুলো খুলে দেব উড়ে যাবে বনে।

BANGLADARSHAN.COM

আনন্দমেলা

দারুণ মজার উৎসব এক
নাম আনন্দমেলা,
নানান স্বাদের খাবার এনেছি
খেয়ে দেখো এই বেলা।

ধবধবে সাদা ইডলি ও বড়া
স্টল করে আছে আলো,
সম্বর দিয়ে সেগুলো সাঁটাতে
সকলেরই লাগে ভালো।

ফুলকো লুচি বলছে ডেকে
আয়রে এদিক আয়,
কম পয়সায় পেট ভরাতে
বল তো কে না চায়?

BANGLADARSHAN.COM

নকশা বড়ির নকশা দেখে
চোখ ভরিয়ে নাও,
তেলে ভেজে তাকে আবার
গরম গরম খাও।

কি দারুণ সেজেগুজে
বসে আছে ধোকলা
সকলেই খেতে পার
হলেই বা ফোকলা।

পাটালি বলছে ডেকে
আমায় নিয়ে যা,
নাড়কেল নাড বলে,
যত পারিস খা।

লাউ পকোড়া পেঁয়াজ বড়া
অল্প খেলেই পেটটি ভরা।

চাওমিন খাও গরম গরম
চপ খাবে তো কিসের শরম?

নারকেল ধনে পাতা
কত কি যে দিয়েছে,
অপরূপ ঘুঘনির রূপে
মন মজেছে।

পেট ফুটো করে আলু ভরে দিয়ে
তেঁতুল জলেতে ডুবিয়ে,
আহা কি যে স্বাদ খুদে ফুচকার
কি করে বলব বুঝিয়ে।

শোনপাপড়ি শনের নুড়ি
বলছে হেসে হেসে,
ঝাল লাগলে আমার কাছে
এসো সবার শেষে।

BANGLADARSHAN.COM

বিয়ের মজা

লক্ষ্মীবারের সাঁজবেলাতে পুতুল মেয়ের বিয়ে
বর আসবে দোলায় চেপে টোপর মাথায় দিয়ে,
শাঁখ বাজাবে উলু দেবে কনের ছোট মাসি
দোলা থেকে বর নামাবে কনের বড় পিসি,
পুতুল ছেলে পুতুল মেয়ে করবে মালা বদল
সবাই এলেই উঠবে বেজে হাসি খুশির মাদল।

BANGLADARSHAN.COM

গণ বিবাহ

তিন জোড়া পুতুলের বিয়ে হবে স্কুলেতে
ঘরদোর ভরে যাবে সুগন্ধি ফুলেতে,
এক জোড়া বরকনে সেজেছে মুসলমান
আর দুই জোড়া সাজে হিন্দু ও খ্রীষ্টান।
এ বিয়েতে পণ নেই, নেই কোনো যৌতুক
আছে শুধু হাসিগান প্রাণভরা কৌতুক।
বর কনে চায়না তো কোনো দামি গয়না
এ সবের মূল্য তো চিরদিন রয় না।
চায় শুধু হাসিমুখ আর শুভ কামনা
তাই নিয়ে এসো তুমি আমাদের বাসনা,
সকলেই এক আসনে বসে খাব মিষ্টি
জাতপাত ধুয়ে দেবে শ্রাবণের বৃষ্টি।

বিয়া লো বিয়া

কুথাকে যাবি? কুথাকে যাবি?
হুই উধারে ছুটো বাড়ি।
হুথাকে ক্যানে? হুথাকে ক্যানে?
মজা হব্যাক, চল না ক্যানে।
ভাইজছে লুচি ঝুড়ি ঝুড়ি
লিছে মনে বিয়া বাড়ি?
হঁ রে হঁ বিয়া হব্যাক
বিটি শ্বশুর ঘরকে যাব্যাক।
ত্যাল হলুদে চান কইরেছে
কালো মেইয়্যার রূপ খুইলেছে।
ঝুড়ির মাঝে বউ বসিছে
লতাপাতায় মুখ ঢেকিছে।
বর এসিছে কাঁধে চ্যেইপে
ছামড়া সাজায় গোবর ল্যেইপে।
ডিঙ ডিঙা ডিঙ মাদল বাজে
বিয়া বাড়ির সবাই লাচে।
হুলু লুলু বিটির বিয়া
সবাই এসো কুসুম লিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধন

বিয়ে বিয়ে বিয়ে
বউ আসছে নোলক পরে
ঘোমটা মাথায় দিয়ে,
ছাঁদনাতলায় বর দাঁড়িয়ে
কোঁচা হাতে নিয়ে।

কনের বাড়ি তামিলনাড়ু
বরের বাড়ি বঙ্গ,
জমজমাটি বিয়ে হবে
দেখবে এসো রঙ্গ।

মোটা টিকি গায়ে চাদর
দুই পুরুতের বড় আদর
মন্ত্র পড়ায় কে যে দড়
তোমরা এসে বিচার কর।

BANGLADARSHAN.COM

বরের বাড়ির মাংস লুচি
কনের বাড়ির ইডলি ধোসা
সঙ্গে আছে মণ্ডা মেঠাই
আহারখানা জমবে খাসা।

আসবে সবাই করছি আশা
সঙ্গে এনো ভালোবাসা।

বিবাহ বিভ্রাট

বিয়েবাড়ি চারিদিক লোকজনে ঠাসা
ফুল দিয়ে মুখ ঢেকে বর এল খাসা,
পাগড়ি ও চাপকানে কি খুলেছে রূপ
টগবগে ঘোড়াটিও যেন অপরূপ।
ওদিকেতে ওড়নাতে মুখ ঢেকে কনে
কান দু'টো খাড়া রেখে সব কথা শোনে,
শুনেছে সে বর নাকি সেরা বদরাগি
মারপিট করে নাকি হয়েছে সে দাগি।
সব শুনে বলে কনে, 'ওহে বলবান,
জানো না তো বউটিও সেরা পালোয়ান,
কারাটেতে কুড়িখানা মেডেল পেয়েছি
কম করে দশটাকে ঘায়েল করেছি,
যদি ভাব বউ মেরে গয়না হাতাবে
কারাটের এক চাপে মাটিতে গড়াবে
তাছাড়া শ্বশুরবাড়ি কেন যাব আমি?
আমার বাপের বাড়ি থেকে যাও তুমি,
নিয়ম তো হয়েছিল বহুকাল আগে
এ নিয়ম বদলাব, ফুঁসে মর রাগে।
দেখেছ তো, কি বিপদে পড়েছি সবাই,
তোমরাই সমাধান করে দাও ভাই,
ভরপেট লুচি আর মিষ্টি খাওয়াব
ভাঙড়ার তালে নেচে মন ভরে দেব।

BANGLADARSHAN.COM

অনামিকা

আছে এক ছোটো মেয়ে আমাদের পাড়াতে
ভোরবেলা রোজ যায় মা'র সাথে বেড়াতে।
রঙ তার ধবধবে চুলগুলো লালচে
চোখ দু'টো চকচকে মণি দু'টো নীলচে।
খায়না সে দুধভাত খায় না সে মিষ্টি
টক টক নুন ঝাল খাবারেতে দৃষ্টি।
ভালোবাসে ডিম ভাজা সেই সাথে খিচুড়ি
চোখ দু'টো নেচে ওঠে যদি দাও কচুরি।
খেলাধুলো প্রিয় তার আরও প্রিয় গল্প
খুশি সে তো হবেই না যদি বলো অল্প।
মিছে কথা বলে না সে রাগারাগি করে না
মনোমতো সাথি পেলে খুশি তার ধরে না।
তাই বলি চলে এসো কোনো এক বিকেলে
আলাপটা করে যেও তার সাথে সকলে।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা

আমাদের সকলের দু'টি করে চোখ
দু'টি কান এক নাক দু'টি লাল ঠোঁট,
আর আছে দু'টি হাত দু'টি ছোট পা
পেট আছে একটাই যত খুশি খা।
দাঁত আছে দুই পাটি একটাই মাথা
আয়নারে শুয়ে পড়ি মুড়ি দিয়ে কাঁথা।

নয়ছয়

আট পেরিয়ে নয়
ব্যাটে বলে হকি স্টিকে
হরেক কিসিম বে ব্লেডে
ঘর হল নয়ছয়।
ফাইট ফাইট উঠছে রব
খুদে খুদে যোদ্ধা সব,
খেলনা ঘুরছে হাতে হাতে
যুদ্ধ চলছে দিনে রাতে,
যেই না হচ্ছে খবরদারি
মুখটা অমনি মস্ত হাঁড়ি,
মন বসে না লেখাপড়ায়
খেলনাগুলো হাতছানি দেয়,
আমি যে গো আট পেরিয়ে
এই ছুঁয়েছি নয়
তাই তো আমার ভিতর বাহির
সব কিছু নয়ছয়।

BANGLADARSHAN.COM

কিসের ভয়

এগিয়ে যাব জোর কদমে
ভয় পাব না এক ফোঁটা,
নিজের জোরে জানব আমি
বিরাট বড় জগৎটা।
খেলব যত পড়ব তত
কাজ করব হাজারটা,
খেলা পড়া কাজ মিলিয়ে
গড়ব আমি জীবনটা।

BANGLADARSHAN.COM

ভয় পেও না

ভয় পেও না, ভয় পেও না,
ভয়ের সাথে ভাব করো না,
ভয়ের সাথে লড়াই করো
ভয়ের কাছে হার মেনো না।
সাহস করে দু'পা বাড়াও
বুক ফুলিয়ে সামনে দাঁড়াও,
শক্ত মনের মানুষ হয়ে
জীবন থেকে ভয়কে তাড়াও।

পয়লা রাত

চুপটি করে গা বাঁচিয়ে ছিলাম আমি
ভালোই ছিলাম–
দূর থেকে বাঘ সেলাম করে জীবন বুঝি
কাটিয়ে দিতাম–
কিন্তু বিপদ হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ে এসে
পড়ে যখন–
লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়া ছাড়া উপায়
নেইকো তখন–
ও মা, এসে বেজায় ভীতু! এক হাঁকেতেই
মুখ ঢেকেছে–
এক আঘাতেই ল্যাজটি তুলে পালিয়ে গিয়ে
হাঁপ ছেড়েছে–
তাই তো বলি, আঘাত যদি করতে পার
পয়লা রাতে–
সাধ্য কি ভাই যুঝতে পারে মুখোশধারী
তোমার সাথে?

BANGLADARSHAN.COM

সওয়াল জবাব

শিশু- আচ্ছা মা গো, বলতে পার দেখতে কেমন ভয়
ইয়া মোটা, ইয়া লম্বা, দাঁত খিঁচিয়ে রয়?
ছোট্ট শিশু দেখলে কি সে পিছু ধাওয়া করে
ধরতে পেলেই সেই শিশুকে মস্ত ঝোলায় ভরে?
ভাঁটার মতো দু'টি চোখে সে কি মা গো চায়
মূলোর মতো লম্বা দাঁতে হাড় চিবিয়ে খায়?
সে কি সবার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে
সুযোগ পেলেই শক্ত হাতে গলা টিপে ধরে?
রাতের বেলা অন্ধকারে চুপি চুপি এসে
ঘুমিয়ে থাকা শিশুর বুকে সে কি চেপে বসে?

মা- ছোট্ট সোনা, ভয়ের বাসা বাইরে কোথাও নয়
ভয় কথাটি মনের মাঝে ছায়া হয়ে রয়,
সুযোগ পেলেই সেই ছায়াটি নানান কায়া ধরে
সব কাজেতে পথ আটকে কাজ পন্ড করে,
কিন্তু যদি বাঁধতে পার সাহসেতে বুক
ভয়ের ছায়া নিজেই ভয়ে লুকোবে তার মুখ।

BANGLADARSHAN.COM

শিশু- তবে মা গো, কেন দেখাও সব কিছুতে ভয়
কেন তুমি শেখাও না গো করতে তাকে জয়?

মা- ঘাট হয়েছে, ছোট্ট সোনা, আর হবে না ভুল
শেকড় শুদ্ধ উপড়ে দেব ভয় হবে নির্মূল।

কাজের খোঁজে

আমরা ভয় করি নে ভাই
আমরা কাজ করতে চাই,
মনের মতো কাজ না পেলে
ভীষণ দুঃখ পাই।

কেউ খাটব জলা মাঠে
কেউ খাটব হাটে বাটে,
কেউ বা আবার জাল বিছিয়ে
বসব গিয়ে পুকুর ঘাটে।

কেউ বানাব কলসি হাঁড়ি
কেউ বানাব মস্ত বাড়ি,
কেউ বা আবার যন্ত্র নিয়ে
করব সারাই কলের গাড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

কেউ হতে চাই ডাক্তার
কেউ বা আবার ব্যারিস্টার,
কেউ বা হয়ে জজসাহেব
করতে পারি ন্যায়বিচার।

হতেই পারি খেলোয়াড়
বিশ্বজোড়া নাম যার,
কিংবা নামী বিজ্ঞানী
সত্যের যে সন্ধানী।

কেউ চালাব মেশিনগান
কেউ চালাব আকাশযান,
কেউ বা আবার জাহাজ নিয়ে
পাড়ি দেব আন্দামান।

কেউ বা হব শিক্ষক
কেউ বা আবার লেখক,
এ দেশ গড়ার কাজে ব্রতী
আমরা সবাই দেশসেবক।

BANGLADARSHAN.COM

গাঁটছড়া

রোজ সকালে দুধের বাটি হাতে ডাকে মা,
‘খোকন সোনা, এক চুমুকে দুধটা খেয়ে যা।’
খোকন যদি মুখ ফিরিয়ে দুধ খাব না কয়
অমনি মায়ে চোখ পাকিয়ে দেখায় জুজুর ভয়।

রাতের বেলা ঘুম না এলে চেঁচিয়ে ডাকে মা,
‘আয় তো দেখি মস্ত ডাকাত, খোকন নিয়ে যা,’
ভীষণ ভয়ে যেই না খোকন চোখ বুজিয়ে ফেলে
আনন্দেতে মায়ের চোখে হাসির ঝিলিক খেলে।

একটু বড় হলেই বাবার চোখ রাঙানি শুরু
সকাল সন্ধে পড়তে বসে বুকটা দুরু দুরু,
এই বুঝি বা অঙ্কটাতে হল যোগের ভুল
ইংরাজিতে বানানগুলো যত নষ্টের মূল।

BANGLADARSHAN.COM

স্কুলগুলোতে মাস্টার মশাই দেখান মারের ভয়
হোম টাস্কের ভয়কে কি কেউ করতে পারে জয়?
পরীক্ষারা এগিয়ে এলেই বুক দুর দুর করে
পাশ করতে না পারলে ঠাঁই হবে না ঘরে।

পেশার জীবন শুরু হতেই দুঃখ নেমে আসে
সকাল বিকেল বাদুড়ঝোলা ট্রেনে ট্রামে বাসে,
এই বুঝি বা সময়মতো পৌঁছোব না অফিস
এই সেরেছে, মানিব্যাগটা হল নাকি হাপিস্?

বাড়ি ফিরে আর এক ভয়ে ভীষণ জড়সড়
গিন্নি বুঝি বলে বসে, ‘কিছু টাজা ছাড়,
মশলা বেটে হাত দু’টোতে পড়ছে কড়া আকছার
দোকান থেকে আনব কিনে গ্রাউন্ডার আর মিক্সার।’

বাজেট শুরু হবার আগে মুখ শুকিয়ে দড়ি
মাসের শেষে থাকবে না তো একটি কানাকড়ি,

বিয়ে সাদির মরশুমে ভয় নতুন সাজে জোটে
রঙিন চিঠির আতঙ্কে বুক ধড়ফড়িয়ে ওঠে।

পাঁচের কোঠায় বয়স গেলেই নানান ভাবনা আসে
মেয়ের ভাবী শ্বশুর আবার পণ চেয়ে না বসে,
অবসরের মুখে মুখে ভীষণ ত্রাসে মরি
দু'টো বছর থাকার আসায় একে ওকে ধরি।

ষাট পেরোলেই রোগের ভয়ে মর মর হই
দিনরাত্তির ওষুধ-পত্র আগলে বসে রই,
এমনি করে ভয়ের সাথে গাঁটছড়াটি বেঁধে
জীবন কাটাই আমরা সবাই খানিক হেসে কেঁদে।

BANGLADARSHAN.COM

মেনুর দুঃখ

ছোট্ট একটা বেড়াল ছানা
মুখখানি তার নরম পানা,
পাশের বাড়ির টিনের চালে
ছোট্ট দুটি থাবা গালে
রোজই দেখি বসছে এসে
যাচ্ছে ফিরে দিনের শেষে,
কেন যে সে নিয়ম করে
ধর্ণা দিচ্ছে ধৈর্য ধরে,
অনেক ভেবেও পাইনে খুঁজে
মিছেই রাগি মন না বুঝে।
হঠাৎ সেদিন শুনতে পেলাম
মিউ মিউ মিউ', ছুটে গেলাম
ওরে বাব্বা, চোখ পাকিয়ে
থাবা দুটি খুব ঝাঁকিয়ে
ধমক দিয়ে বলছে যেন,
'তাকে দেখা যায় না কেন?
বন্ধু আমার কোথায় গেল
কোন বিদেশে পাড়ি দিল?
শিগগিরি এক চিঠি লেখো
কমপিউটারে ছবি আঁকো,
চশমা পরা রাগী চোখে
তাকিয়ে আছি তারই মুখে,
বলছি যেন–হচ্ছেটা কি?
একা একা খেলব নাকি?
আসবে? নাকি আমিই যাব?
গিয়েই কিন্তু সি-ফিস খাব।
চাইছে যেতে ছানা বাঁদর
গিয়েই নাকি করবে আদর,

BANGLADARSHAN.COM

চাটবে দুগাল মনের সুখে
ঘষবে মাথা তোমার বুকে,
ল্যাজ দুলিয়ে ঘাড়ে চড়ে
নাচবে নাকি ঘুরে ঘুরে।
আমি বরং গান শোনাব
মিঠে সুরে মন ভরাব,
দুলে দুলে গানের তালে
একটা চুমু তোমার গালে
যেই না দেব অমনি তুমি
বলবে, ওরে গেলুম আমি,
এত আদর কোথায় রাখি
থাক না বাবা একটু বাকি।
অনেক হল, এবার বলো
তোমার মতে কোনটা ভালো?
দেখা, না কি দেখার আশা
কিংবা শুধুই ভালোবাসা?
উত্তরটা শীঘ্র দেবে
নইলে কিন্তু ফাইন হবে।
ইতি তোমার বন্ধু মেনু
মনের দুঃখে বাজায় বেনু।’

BANGLADARSHAN.COM

ধেড়ের লোভ

রাতের বেলা অন্ধকারে
সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে,
একটা ধেড়ে ইঁদুর তখন
রোজই আসে রান্নাঘরে।
এদিক ওদিক সেদিক ঘোরে
খাবার দাবাড় খুঁজে ফেরে,
একটু আধটু যেটাই জোটে
সেটাই সে খায় মৌজ করে।
কিন্তু সেদিন রান্নাঘরে
ঢুকতে গিয়ে দেখল ধেড়ে,
মস্ত একটা বাঘের মাসি
শুয়ে আছে দরজা জুড়ে।
প্রাণের ভয়ে এক দৌড়ে
ঢুকল গিয়ে স্নানের ঘরে,
চুপটি করে একটা কোণে
রইল বসে ঘাপটি মেরে।
‘ওরে বাবা! ওটা কি রে?’
বসল ধেড়ে নড়ে চড়ে,
ভালো করে দেখবে বলে
এগিয়ে গেল ল্যাজটি নেড়ে।
জিনিসটা তো দেখতে বেড়ে
দেখল শুঁকে বারে বারে,
‘হবেই কোনো দামি খাবার
নইলে এমন গন্ধ ছাড়ে?’
দাঁতগুলো সব বেরিয়ে পড়ে
জিভ দিয়ে তার লালা ঝরে,
দু’পা দিয়ে এগিয়ে এনে
এক কামড়ে মুখে পোরে।

BANGLADARSHAN.COM

খেয়ে দেখে পেটটি পুরে
চলল ধেড়ে নিজের ঘরে,
দেখতে পেল ঘোমটা মাথায়
গিন্নি আছে দাঁড়িয়ে দোরে।
চেঁচিয়ে বলে, ‘গিন্নি ওরে,
আজ খেয়েছি প্রাণটা ভরে,
ফেনা ফেনা গন্ধে মাতাল
কেমন করে বোঝাই তোরে?’
হঠাৎ মোচড় পেটটা জুড়ে
চেঁচায় ধেড়ে বিকট স্বরে,
‘ওরে বাবা, পেটের ব্যথায়
আমি যে গা গেলুম মরে।’
গিন্নি ভয়ে দিশেহারা
নেংটিরা সব কেঁদে সারা
ভাবল, ওদের ধেড়ে বাবা
আজকে বুঝি যাবেই মারা।
সবাই তখন বুদ্ধি করে
খুব লাফাল পেটের ’পরে
ধেড়ের পেটের সাবান গোলা
গলগলিয়ে বেরিয়ে পড়ে।
নেংটিরা তার মাথা ধরে
ঝাঁকুনি দেয় বারে বারে
গিন্নি বলে, ‘আর কখনো
সাবান খাবে লোভে পড়ে?’
ধেড়ে দাঁড়ায় কানটি ধরে
কেঁদে বলে করুণ সুরে,
‘গিন্নি আমায় যেও না ছেড়ে
আর যাব না স্নানের ঘরে।’

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধি

এক যে ছিল রাজা
সে শুধুই খেত খাজা,
আর মাঝরাতেতে জেগে উঠে
বলত, ‘ঢোলক বাজা।’

এক যে ছিল শেয়াল
সে গাইত রাতে খেয়াল,
তার গানের চোটে ঠকঠকিয়ে
কাঁপত রাজার দেওয়াল।

মাঝরাতেতে ঢোলক বাজে
ডুম ডুমা ডুম ডুম,
সেই তালেতে রাজা নাচে
ধা ধিন ধা ধুম।

BANGLADARSHAN.COM

শেয়াল ভায়াও গলা ছেড়ে
ধরে বেহাগ রাগ,
তার বিকট স্বরে চমকে ওঠে
বনের যত বাঘ।

রাজামশাই মানুষ ভালো
কিন্তু মেজাজ কড়া,
বাজনদারের তাল কাটলেই
বলে, ‘শূলে চড়া।’

শেয়াল ভায়াও যখন তখন
মেজাজ গরম করে,
গানের সময় বন্ধু এলেও
ঠ্যাং কামড়ে ধরে।

ঢোলের বাজনা কানে এলে
শেয়াল রাগে কাঁপে,

বেহাগ রাগে আলাপ শুনে
রাজা দু’কান চাপে।

দু’জনাতেই ফন্দি আঁটে
গোঁফে দিয়ে তা,
কেমন করে পরস্পরের
মাথায় মারে ঘা।

সেদিন ছিল অমাবস্যা
ঘন কালো রাত,
রাজামশাই ভাবে, ‘আজই
করব বাজিমাৎ।’

শেয়াল ভায়াও ফেঁদেছে এক
মস্ত মজার ফাঁদ,
সেই ফাঁদেতে পা পড়লেই
রাজা কুপোকাৎ।

BANGLADARSHAN.COM

চুপিসারে চলে রাজা
হাতে নিয়ে দা,
অন্ধকারে খানাখন্দে
পড়ছে রাজার পা।

দোরগোড়াতে পৌঁছে রাজা
দেখে দরজা হাট,
ভেতর থেকে আসছে গানের
চমকদার ঠাট।

দা উঁচিয়ে রাজামশাই
যেই না ঢোকে ঘরে,
ঝপাৎ করে একখানা জাল
রাজার মাথায় পড়ে।

গেলুম গেলুম চেঁচায় রাজা
জড়িয়ে গিয়ে জালে,

খিলখিলিয়ে হাসে শেয়াল
বেহাগ-রাগের তালে।

এমন সময় ঘর কাঁপিয়ে
বিকট আওয়াজ ওঠে,
চমকে উঠে শেয়াল ভায়া
দরজামুখো ছোটে।

সেই ফাঁকেতে রাজামশাই
দা দিয়ে জাল কেটে,
সুরুৎ করে বেরিয়ে এসে
দ্বারের পাশে জোটে

ওরে বাবা! দোরগোড়াতে
দাঁড়িয়ে মস্ত বাঘ,
তার ভাঁটার মত দু'টি চোখে
উপচে পড়ে রাগ।

BANGLADARSHAN.COM

থরথরিয়ে কেঁপে ওটে
শেয়াল ভায়ার পা,
উল্টে পড়ে রাজামশাই
ছিটকে পড়ে দা।

গর্জে ওঠে বাঘ মহারাজ,
আদেশ পালন করে,
সবশেষেতে দু'হাত জুড়ে
বাঘের পায়ে পড়ে।

নাকি সুরে কাঁপা গলায়
দু'জনাতে বলে,
'কি অপরাধ করেছি যে
এমন সাজা দিলে?'

রেগে বলে বাঘ মহারাজ,
'কেন জ্বালাস তোরা?

মাঝরাতেতে নাচে গানে
কেন জাগাস পাড়া?’

শেয়াল ভায়া কঁকিয়ে ওটে
‘এবার ক্ষম প্রভু,
মাঝরাতের এই সাধের আসর
বসবে না আর কভু।’

আকুল হয়ে কাঁদে রাজা
জড়িয়ে বাঘের হাত,
বলে, ‘প্রভু, কেমন করে
কাটবে আমার রাত?’

হেসে বলে বাঘ মহারাজ,
‘কেন কাঁদিস হাবা?
রাতে যদি ঘুম না আসে
খেল না বসে দাবা।’

BANGLADARSHAN.COM

আনন্দেতে শেয়াল, রাজা
চেঁচিয়ে জাগায় রাত,
বেরিয়ে পড়ে দাবার খোঁজে
মিলিয়ে হাতে হাত।

এমনি করে সেই দেশেতে
শান্তি ফিরে এল,
সেই রাতেতে প্রথম সবাই
সুখে নিদ্রা গেল।

শব্দাঘাত

কলকাতা শহরটা আওয়াজেতে ঠাসা
চারিদিকে বিদঘুটে শব্দের বাসা,
বাস লরি একজোটে হুঙ্কার ছাড়ে
ছোট বড় সব গাড়ি কানে বাণ মারে।
পাম্পেতে জল ওঠে সেই এক জ্বালা
বিকট সে আওয়াজেতে কানে লাগে তালা।
বিদ্যুৎ পালালে তো আরও বিভ্রাট
যন্ত্রের দাপটেতে কাঁপে তল্লাট।
উৎসবে চারিদিক ঝমঝম বাজে
মাইকের চিৎকার বাধ সাধে কাজে।
ওদিকেতে পটকারা ফোটে সোল্লাসে
মাঝে মাঝে বোমারাও মাতে উল্লাসে।
শব্দের তাণ্ডবে থরথর প্রাণ
হৃদরোগী ভয়ে কাঁপে হাতে নিয়ে জান,
মাথা ধরে স্নায়ু হয় শিথিল অবশ
মেজাজটা তিরিক্ষি হলে নেই দোষ।
শহরের অনেকেই হয়ে গেছে কালা
শব্দদূষণ আজ নিদারুণ জ্বালা।
মজা এই, কাগজেতে লেখালেখি যত
শব্দের উৎপাতও বেড়ে চলে তত,
মন্ত্রী ও দপ্তর সবই আছে ঠিক
আইনের প্রয়োগটা একটু বেঠিক।
তবুও তো বেঁচে আছি মুখে নেই রব
মানুষের শরীরেতে আত্মার শব।

BANGLADARSHAN.COM

কলকাতা কথা

–শোনো শোনো গুণীজন শোনো দিয়া মন
যে শহরে বাস করি কলকাতা নাম।
এ শহরটা বুড়ো হল বয়স হল তিনশো
নানান রঙের মানুষ মিলে করল তাকে ধ্বংস।
পথে ঘাটে যেদিক তাকাও ময়লা জমে পাহাড়
বর্ষাকালে শহর ভাসে কি অপরূপ বাহার।
সারি সারি দোকান দিয়ে ফুটপাথগুলো মোড়া
তারই ফাঁকে শনি ঠাকুর বেঁধেছেন ডেরা।
বোমা পটকা বাস লরি সবাই আওয়াজ তোলে
দিনে রাতে মাইক বাজে নিয়ম কানুন ভুলে।
আকাশে বিষ, বাতাসে বিষ, শ্বাস নেওয়া দায়
আজব শহর কলকাতা প্রাণটা বুঝি যায়।
–শোনো শোনো সুধীজন শোনো পেতে কান,
তিনশো বছর বয়স তবু এখনও গাই গান।
রূপ কি থাকে দেহে শুধু থাকে তো ভাই প্রাণে
শুকায়নি তো প্রাণের জোয়ার আছে আমার গানে,
তাই তো বলি গুণীজন জানতে যদি চাও
আমার মনের মণিকোঠায় একবার উঁকি দাও।
প্রাণের সাথে মেলালে প্রাণ তবেই পাবে স্বাদ
আমার ভালোবাসার মাঝে নেই তো কোন খাদ।
–নমো নমো কলকাতা ক্ষম সোনার কন্যা,
ধন্য তুমি, প্রিয় তুমি, তুমি যে অনন্যা,
পণ করেছি দূর করব তোমার দেহের কালো,
সেই দেহেতে নতুন করে জ্বালব আশার আলো।

BANGLADARSHAN.COM

দমাদ্দম

দমাদ্দম, আলুর দম পিঠে খেলে পেটে সয়
পিঠখানা পেতে দাও যত খুশি খেয়ে নাও
হজমটা ভাল হবে
দু'টো গুলি গিলে নাও
নিমেষেই ফিরে পাবে পুরনো সে দম
এ এক মজার খেলা-দম দমাদ্দম।

তারপর যদি পার বিদ্যে পরখ কর
খোঁজো খোঁজো সেই পিঠ যার সাথে আছে খিঁচ
দিও যেন ততটাই
পেটে সয় যতটাই
সাথে দিও দামি বাম ফিরে পেতে দম
এ এক আজব খেলা-দম দমাদ্দম।

BANGLADARSHAN.COM

এ খেলাটা চলচে মনে মনে চলছে
ছোট বড় সকলেই লড়ছে তো লড়ছেই
ঝরছে না রক্ত
তবু চোখ আরক্ত
যত খেলে তত বাড়ে এ খেলার দম
নিদারুণ এ খেলার নাম দমাদ্দম।

পোস্টার

বেশি দিন বাঁচতে চাও?
পরিবেশের যত্ন নাও।

গাছ বাঁচাও বন বাঁচাও
প্রাণী কূলের প্রাণ বাঁচাও।

সুস্থ যদি থাকতে চাও
পুষ্টিকর খাবার খাও,
ভালো খেয়ে ভালো থাকো
স্বাস্থ্য বিধি মনে রাখো।

যা লাগে তার বেশি জল খরচ করো না
কাজের সময় জল পাবে না এটা ভুলো না

সুযোগ পায় না তাই লেখাপড়া শেখে না
এমন মানুষ কত আছে নেই ঠিকানা,
সুযোগটা আমাদেরই করে দিতে হবে
জ্ঞানের আলোয় মন ভরে দিতে হবে।

নিজে শেখো পরকে শেখাও
জ্ঞানের আলোয় আঁধার ঘোচাও।

এগিয়ে যাব পা চালিয়ে পিছন পানে চাইব না
শক্তি আছে বুদ্ধি আছে কোনো বাধা মানব না,
সবাই মিলে গড়ব এ দেশ কারো কাছে হারব না
ছোট্ট হলেও আমরা মানুষ এ কথাটা ভুলব না।

BANGLADARSHAN.COM

প্রাণের প্রদীপ জ্বালো

স্বপ্ন আঁকা চোখগুলোতে হাজার তারার আলো
লক্ষ লক্ষ লাল ফোঁটাতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালো।
ছোট্ট ছোট্ট মনের কোণে
জ্বলছে আশা সংগোপনে–
সেই আশাকে রক্ত রঙে রাঙিয়ে তুমি তোলো
লক্ষ লক্ষ লাল ফোঁটাতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালো।
তুলির টানে আঁকছে সে মন রঙ বেরঙের ছবি
কোন সে মনে ঘুমিয়ে আছে নাম না জানা কবি,
সবুজ সবুজ অবুঝ প্রাণে কত কান্না হাসি
একটু স্নেহ ভালোবাসার কত না প্রত্যাশী–
জীবন তুমি অনেক অনেক বড়
সূর্যমুখী প্রাণগুলোকে দু'হাত মেলে ধর,
প্রাণ ভোমরা প্রাণ ভোমরা কাটবে রাতের কালো
লক্ষ লক্ষ লাল ফোঁটাতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালো।

BANGLADARSHAN.COM

আশা

সূর্যের মতো উজ্জ্বল হও শিশিরের মতো নিষ্পাপ
পাহাড়ের মতো সহিষ্ণু হয়ে হাসিমুখে সও শোকতাপ,
বজ্রের মতো কঠোরতা নিয়ে মুখোমুখি হও অসতের
সাগরের মতো গভীরতা নিয়ে কাছাকাছি থাক মহতের,
পুষ্পের মতো সৌরভ দিয়ে ভরে রাখো সারা তনুমন
বৃষ্টির মতো স্নিগ্ধ সতেজ করে তোলো যত আচরণ,
আকাশের মতো উদারতা নিয়ে ক্ষমা কর কিছু ভ্রান্তি
ধরণীর মতো ভালোবাসা দিয়ে এ বিশ্বে আনো শান্তি।

BANGLADARSHAN.COM

অভিভাবক

ছোট্ট শিশুর চলার পথে আলো জ্বেলে দিয়ে
ভালো মন্দ বিচার করার মনটি গড়ে দিয়ে,
সহজ পথে বুক ফুলিয়ে চলতে শেখান যিনি
সবার মতে সত্যিকারের অভিভাবক তিনি।

মিলেমিশে

–আমরা গাছের দল
আমরা গাছের দল,
ফুলে ফুলে শরীর ছাওয়া
দেহ ভরা ফল,
আমরা আছি তাই
আমরা আছি তাই,
মানুষ পশু বেঁচে আছে
আমরা খুশি তাই।
–আমরা বনের পাখি
শহর গ্রামে থাকি,
মিঠে সুরে গাইতে পারি
পেখম খুলে নাচতে পারি
গাছের ডালে নিঁখুত করে
নিজের বাসা বাঁধতে পারি।
মানুষজনের খাবার যোগাই
ময়লা যত করি সাফাই,
মুখে করে বীজ নিয়ে যাই
এখান ওখান সেখান ছড়াই,
সেই বীজেতে গাছ গজালো
সেই গাছেতে ফল ধরলো,
মানুষ পশু সবাই মিলে
সেই ফলেতে পেট ভরালো।
–আমরা পশুর দল
আমরা দেশের বল,
লাঙল টানি চাষের ক্ষেতে
গাড়ি টানি গাঁয়ের পথে,
রাতের বেলা দিই পাহারা
চোর ছ্যাঁচড়ে করি তাড়া,

BANGLADARSHAN.COM

মস্ত বোঝা পিঠে নিয়ে
চলি বনের রাস্তা দিয়ে,
মানুষজনে নিয়ে কাঁধে
মরু পেরোই সারি বেঁধে,
আমরা বনের শোভা বাড়াই
এ কথাটা জানে সবাই।
–আমরা যোগাই জল,
নদী, পুকুর, সাগর, সবাই
বইছি ছলছল।
মেঘ আমাদের সাথি,
বৃষ্টি হলে মনের সুখে
আমরা খেলায় মাতি।
বইছি যারা কুলুকুলু
জেনো তারা শান্ত,
হঠাৎ যারা গর্জে উঠি
তারা খুব দুরন্ত।
BANGLADARSHAN.COM
–হয়েছে হয়েছে ভাই হয়েছে,
নিজেদের গুণগান অনেক হয়েছে, ভাই হয়েছে,
মানুষ যদি না থাকে
কি হবে তোমরা থেকে বল তো?
সবার চেয়ে যে বড়
সে হল মানুষ, এটা জান তো?
–জানি না, জানি না, ভাই জানি না,
ছোটো বড় ভেদাভেদ
মানি না, মানি না, কেউ মানি না।
আমরা যদি না থাকি
কি করে বাঁচবে তুমি বল তো?
গাছেরা না গজালে
পশু পাখি পালালে
কি হবে তোমার দশা ভাব তো?
–একথা তো ভাবিনি কখনও।

এত বড়ো সত্যিটা আগে কেন বুঝিনি বল তো?
–মিছিমিছি ঝগড়া তো করলে?
আমাদের কথাগুলো সবই তুমি শেষকালে মানলে।
–বুঝেছি আমার ভুল বুঝেছি,
বারবার নাক কান মলেছি,
দুই হাত জুড়ে দেখো রয়েছি।
এসো ভাই, হাতে হাত মিলিয়ে
ভালোবাসা বিলিয়ে
মিলেমিশে বাস করি সকলে,
আমাদের পৃথিবীটা আরো সুন্দর হবে তাহলে।
–আমাদের পৃথিবীটা আরও সুন্দর হবে তাহলে।

BANGLADARSHAN.COM

বন-শহরের গল্প

গাছেরা– ফুল ফল নিয়ে সবুজ শরীরে
এসে গেছি দেখো আমরা,
আমাদের দেখে ছুটে এল ঐ
একদল কালো ভোমরা,
পশু পাখিরাও হেসে হেসে এল
নদী নালা কত কথা বলে গেল,
সকলের সাথে খুশি ভাগ করে
এই বনে থাকি আমরা,
প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি
আমাদের বন আমরা।

পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ– সত্যি সত্যি সত্যি।
গাছ ভায়েরা যা বলেছে
মিথ্যে নয় একরত্তি।
এখানে ঘুরতে ফিরতে মজা
কেউ দেবে না সাজা,
এখানে সবার মুখে হাসি
মনটা খুশি খুশি,
এখানে বিপদ যদি আসে
সবাই থাকে পাশে,
বনের দেশের এমনি মজা
সত্যি সত্যি সত্যি,
গাছ ভায়েরা যা বলেছে
মিথ্যে নয় একরত্তি।

শেয়াল ছানা– হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, হুক্কা–
বল না রে তুই বাঘের ছানা
খেলতে কি তোর আছে মানা?
মুখটা অমন গোমড়া করে
আছিস কেন? বল না রে।

BANGLADARSHAN.COM

বাঘ-ছানা– হালুম হালুম হালুম–
কালকে রাতে আমার বাবা
বকুনি দেছে উঁচিয়ে থাবা,
ঝাঁকুনি দেছে কানটা ধরে
কপাল ভালো যাইনি মরে,
বাবার হাতের জোর কি ভীষণ
হচ্ছে এবার মালুম
কানের ব্যথায় আমি বুঝি
মলুম রে ভাই মলুম।
হরিণ-ছানা– কাঁদিস না রে ভাই,
সবার বাবাই মারে ধরে
কথায় কথায় মেজাজ করে,
চল না রে ভাই সবাই মিলে
অন্য কোথাও যাই?
হাতি-ছানা– শুধু বাবাই বুঝি এমন?
মায়েরাই বা কেমন?
বাবার কাছে যখন তখন
করছে নালিশ খুশি মতন
ধমক খাচ্ছি আমরা যখন
'বেশ হয়েছে', বলছে তখন,
এমন মায়ের কাছে আমরা থাকব কেন বল?
সবাই মিলে এ বন ছেড়ে অন্য কোথাও চল।
টিয়াপাখি– ঠিক কথা ঠিক কথা
কেউ বোঝে না আমার ব্যথা,
আমিও আর থাকব না
মায়ের আঁচল ধরব না,
মজা আছে যেখানে
চলে যাব সেখানে,
কেঁদে কেঁদে আকুল হলেও মায়ের কাছে ফিরব না
মরে গেলেও বাবাকে আর বাবা বলে ডাকব না।
শেয়াল-ছানা– আমার দাদুর বাড়ি যাবি?

BANGLADARSHAN.COM

মস্ত বাড়ি জমিদারি
সবুজ বনে ঘেরা বাড়ি
যত খুশি পছন্দসই মন্ডা মেঠাই খাবি।

বাঘ-ছানা– তোর দাদুর মেজাজখানা কেমন?
একটুকুতে রেগে গিয়ে
বিরাট একটা লম্ফ দিয়ে
এক ঘায়েতে সবকটাকে করবে নাকি জখম?

শেয়াল-ছানা– তুই পাগল হলি নাকি?
অতিথিকে মারবে এমন দাদু আমার নাকি?

খরগোশ-ছানা– চল চল বেড়িয়ে পড়
মনগুলোকে শক্ত কর,
পেছন পানে চাইবে যে
ভীষণ রকম ঠকবে সে,
নতুন দেশের নতুন মজা
লুটতে হবে চল সোজা,
ঘরের টান রইল পড়ে
নতুন জগৎ দেখব ঘুরে।

BANGLADARSHAN.COM

বাঘ-ছানা– আর কত হাঁটব রে বাবা
টনটন করছে যে থাবা।

হরিণ-ছানা– হাঁটছি তো হাঁটছি পথ শেষ হয় না
নতুন দেশ তবু কেন দেখা দেয় না?

শেয়াল-ছানা– ঐ তো দূরে যাচ্ছে দেখা লালচে রঙের আলো
শোনাও যাচ্ছে হৈ চৈ, কি যে লাগছে ভালো।

হাতি-ছানা– চল চল পা চালিয়ে
দিস না কেউ গা এলিয়ে
একটু গেলেই চলার শেষ
পৌঁছে যাব নতুন দেশ।

খরগোশ-ছানা– এ কোথায় এলাম রে বাবা!
মানুষের বড় বড় থাবা,
যেদিকে তাকাই শুধু লড়াই
মারপিটে আমি যে গো ডড়াই।

হাতি-ছানা– ঐ দেখ বাড়িগুলো ভাঙছে
মারপিট লুটপাট চলছে,
দলে দলে মানুষ পালাচ্ছে
চারিদিক আগুনেতে জ্বলছে।

বাঘ-ছানা– উত্তর দিকে গুলির আওয়াজ
দক্ষিণেও যে তাই,
পুব পশ্চিমে চলছে দাঙ্গা
কোন দিকে ভাই যাই?

টিয়াপাখি– চল চল পালাই পালাই
ঘরের কোণেই ফিরে যাই,
প্রাণটা কি রেখে যাব নাকি?
জীবন যে অনেকটা বাকি।

শেয়াল-ছানা– পালাব কেন? বরং এদের বুঝিয়ে বলি সবাই
হয় তো তাতে বন্ধ হবে খুনোখুনি লাড়াই।

হাতি-ছানা– শেয়াল ভায়া, এসব কাজে তুই আমাদের গুরু
বুদ্ধিতে তুই সবার সেরা, তুই-ই কর না শুরু?

BANGLADARSHAN.COM

শেয়াল-ছানা– করতে পারি, যদি তোরা সবাই থাকিস পাশে
একলা ফেলে পালিয়ে না যাস বিপদ যদি আসে।

বাকিরা– শপথ করছি মরি যদি মরব সবাই একসাথে
তোর ল্যাজটা ধরে রইব, যদি মরণ আসে এই রাতে।

শেয়াল-ছানা– দাদা গো...
দাদা গো দাদা, দাদা গো দাদা, একটা কথা শোনো
দাঙ্গা করে হয় না যে লাভ এ কথা তো মানো?

ওরা– এরা কেন শুনছে না আমাদের কথা?
এক ঘায়ে ফেলে দেব সব ক'টা মাথা।

হাতি-ছানা– কথা শুনছে না বলে মারপিট করবে?
এর ফলে তোমরা যে সকলেই মরবে।

এরা– জ্বালিয়ে দেব, পুড়িয়ে দেব, করব সব ছারখার
কোথায় যাবি যখন হবে ঘর বার একাকার?

বাঘ-ছানা– ছিঃ ছিঃ ছিঃ, করছ এটা কী?
নাই বা মিলল মত, আছে হাজার পথ,

বাছাই করে নাও, সেই পথেতে যাও।

ওরা ও এরা– মাথামোটা হাঁদারাম পশু পাখির দল
কি করে বুঝবি তোরা মানুষের বল?

হরিণ-ছানা– মানুষ বলে করছ বড়াই?
এদিকে তো ভাইয়ে ভাইয়ে করছ
তুমুল লড়াই।

হাতি-ছানা– ভাইয়ে ভাইয়ে লড়ছ
আর বুদ্ধি আছে বলছ?
দেশটাকে ভাগ করছ
আর বুদ্ধি আছে বলছ?
এমন বুদ্ধি থাকার চেয়ে
না থাকাই তো ভালো,
এ দেশ ছেড়ে সবাই মিলে
সবুজ বনে চল।

শেয়াল-ছানা– হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া হো
ভালোবাসা দেখবে যদি বনে চল গো–
হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া হো
মিলেমিশে ভালোবেসে সুখে থাক গো।

এরা– এসব কি বলছে রে এরা?
কথাগুলো বুঝেছিস তোরা?

ওরা– বলছে তো বনে আছে সুখের বাসা
সুখের বাসার নাম নাকি ভালোবাসা।

এরা– চলনারে দেখে আসি কেমন সে ভালোবাসা
যার টানে পশু পাখি মিলে মিশে আছে খাসা।

পশুপাখিরা– আগে বল, এতদিন যা করেছ ভুল
কেউ নয় আর কারো চক্ষুশূল?

এরা ও ওরা– এতদিন বড় ভুল করেছি
লাঠালাঠি করে শুধু মরেছি
ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা আর নয়
খুনোখুনি মারামারি আর নয়।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের গান– আমরা দেশকে টুকরো করব না
ভাইয়ে ভাইয়ে লড়ব না,
বিপদ আপদ আসে আসুক
কেউ কারোকে ছাড়ব না।
কক্ষনো না-কক্ষনো না-কক্ষনো না।
পশুদের গান– ভালোবাসা দেখবে যদি বনে চল গো
মিলেমিশে ভালোবেসে সুখে থাক গো
হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া হো
ভালোবাসা ভালোবাসা ভলোবাসা গো।

BANGLADARSHAN.COM

আমার দেশ

অনেক কিছু জেনেছ তো
এবার বল দেখি,
নিজের দেশের চেয়ে প্রিয়
আর কিছু হয় নাকি?
বন জঙ্গল পশু পাখি
সবই দেশের ধন,
এদের ধ্বংস করলে কী আর
বাঁচবে মানুষজন?
দেশের মাটি, জল ও বায়ু
বিষিয়ে তোলে যারা,
নিজের বিপদ নিজেই ডাকে
এমন অবুঝ তারা।
এ কথাটাও মানতে হবে
মানুষ বড় দামি
ধনী গরিব যেমনই হোক
নামী বা অনামী।
মাথা দামি, শরীর দামি
মানুষ জীবের সেরা,
মানুষ নিজেই ভাঙ্গতে পারে
জাতপাতের এই বেড়া।
ধর্ম নিয়ে হানাহানি
রুখতে পারে মানুষ,
বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে
নয় তো সে এক ফানুস।
মানুষ তুমি, তাই তো তোমায়
ধরতে হবে হাল,
দেশের জন্য লড়তে হবে
আজ না হয় তো কাল।

BANGLADARSHAN.COM

গড়তে হবে সবল দেহ
তরতাজা এক মন,
চিনতে হবে নিজের দেশের
আঁধার ঘেরা কোণ।
শিখতে হবে শেখাতে হবে
জ্বালতে হবে আলো,
এমনি করে ধীরে ধীরে
ঘুচবে মনের কালো,
বাঁচার মত বাঁচতে হবে
এটাই মনে রেখো,
মিলেমিশে ভালোবেসে
সবাই সুখে থেকো।

BANGLADARSHAN.COM

শপথ

ভারতের শিশু জন্মেছি এক উদার প্রকৃতি কোলে
যেথা সবক'টি প্রাণ এক প্রাণ হয়ে খুশির হাওয়ায় দোলে।
সবুজ সবুজ দেশখানি
নদী পাহাড়ের হাতছানি
সাঁঝ ও সকাল মুখরিত হয় কাকলির মিঠে বোলে
রোদ ও বৃষ্টি লুকোচুরি খেলে এক অঙ্গন তলে।
শপথ নিয়েছি আমরাও হব প্রকৃতির মতো মুক্ত
হিংসা ও দ্বেষ মন থেকে মুছে হব যে শুদ্ধচিত্ত
সত্যের প্রতি অবিচল রব
অসম সাহসে পথ চিনে নেব
অন্ধমনের আঁধার ঘোচাব জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে
এই বিশ্বাসে সব ক'টি মন এক অভিমুখে চলে।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥